দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 26 1999
পৃঃ ৮ কলাম ৫

66

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফল যথাযথভাবে প্রচার হয় না ॥ দূরের ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হয়

হোসেন আল মামুন ॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের লিখিত ভর্তি পরীক্ষার ফল যথাযথভাবে প্রচার না করায় নির্ধারিত আসনের মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪০ হইতে ৬০ শতাংশ মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ঘোষণা প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে স্থানীয় কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের দৈনিক পত্রিকায় দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে। ইহাতে দেশের দূর-দূরান্তের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী জানিতে পারিতেছে না, তাহাদের ভর্তি পরীক্ষায় 'চান্স' পাওয়ার সুসংবাদ। কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি আকারে সকল বিভাগের ফলাফল প্রচার না করায় এহেন অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে মেধা ও অপেক্ষমান তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ৪০/৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হইতেছে। আসন পূরণ করিতে কর্তৃপক্ষকে কয়েক দফা অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করিতে হইতেছে। এমনকি গত ক্র৯৬-৯৭ সেশনে বাড়িতে চিঠি দিয়া ডাকিয়া আনিয়া ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বেশী সুযোগ পাইয়া যাইতেছে।

গত ১৭-২৩শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় আসনপিছু ভর্তিচ্ছু ছিল ৩৭ জন। এইবছর নূতন ৩টিসহ মোট ১৮টি বিভাগের নির্ধারিত ১ হাজার ৬৬টি আসনে এবং কোটার ভিত্তিতে (মুক্তিযোদ্ধা কোঠায় ১৫ জন, খেলোয়াড় কোঠায় ২৫, সাংস্কৃতিক কোটায় ১৫ এবং উপজাতীয় কোটায় ১৫ জন) ৭০টি আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে।

এদিকে গত ১৩ই মে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী ২৫শে মের মধ্যে অন্যান্য বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলের পক্ষ হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট এই বছরের লিখিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল (মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা) জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন আকারে প্রদানসহ ভর্তির তারিখ যথাযথভাবে প্রচারের দাবী জানানো হইলেও এখনও কোন প্রকার সাড়া দেওয়া হয় নাই।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, একশ্রেণীর শিক্ষকের অনীহা এবং ভর্তি কমিটির সিনিয়র সদস্যদের উদ্যোগের অভাবে ফলাফল যথাযথভাবে প্রচার করা হইতেছে না। তিনি আরও জানান, ভর্তি ফরম বিক্রয় করিয়া আয়কৃত অর্থ পরীক্ষার হল পরিদর্শন ও খাতা পরীক্ষণসহ কয়েকটি খাতে ব্যয় করা হয়। এক্ষেত্রে ভাগের টাকা কম পড়িয়া যাইবে বলিয়া কোন কোন প্রভাবশালী শিক্ষক বিজ্ঞাপন দিয়া ফল প্রকাশের বিরোধিতা করেন। উক্ত মহলের কারণে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যথাযথভাবে প্রচারের বিষয়টি চাপা পড়িয়া যায়।

এ ব্যাপারে উপ-রেজিষ্ট্রার (শিক্ষা) ডঃ এম রেজাউল করিম জানান, ভর্তি কমিটির আগামী বৈঠকে ফলাফল যথাযথভাবে প্রচার করিয়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে উত্থাপন করা হইবে।

অভিযোগে প্রকাশ, দীর্ঘদিন যাবৎ বেশ কয়েকজন স্থানীয় প্রভাবশালী শিক্ষক (ভর্তি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট) আশেপাশের এলাকার প্রার্থীদের সুবিধা করিয়া দিতে নানা কৌশলে ভর্তি পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব 'অতি নীরবে' সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ভূমিকা রাখিয়া আসিতেছেন।